বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর

পত্র নং-বি-২৬০/১২/৭২

তারিখ: ০৬/০১/১৩

বিভাগীয় প্রধান /আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান/শাখা প্রধান

ব্রি।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১২.০১২.০৩২.০৫.০০.০০৬.২০০৯-১০৭২, তারিখ ০৪/১০/২০১০খ্রিঃ মোতাবেক জারিকৃত ৬, সেপ্টেম্বর ২০১০তারিখের সরকারী গেজেট, এস আর ও নং-৩১৩ - আইন/২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাসা বরাদ্দ নীতিমালা সংশোধন করার নিমিত্তে গঠিত কমিটির সুপারিশকৃত সংশোধিত বাসা বরাদ্দ নীতিমালা গত ২৯/১২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্রি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট এর ৬৪ তম সভায় অনুমোদিত হয়, যা ২৯/১২/২০১২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

ব্রি'র বাসা বরাদ্দের সংশোধিত নীতিমালার ১(এক) কপি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
পিএসও, খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) অতিরিক্ত দায়িত্ব
ব্রি, গাজীপুর।
তারিখ ০৬/১/১৩

পত্র নং-বি-২৬০/১২/৭২

সদয় জ্ঞাতার্থে অনুলিপিপ্রেরিত হলো ঃ

১। ড.জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস,পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) এবং সভাপতি, বাসা বরাদ্দ কমিটি,ব্রি
২। সদস্য সচিব, বাসা বরাদ্দ কমিটি,ব্রি
৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, ব্রি।
৪। পরিচালক (গবেষণা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ব্রি।
৫। পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, ব্রি।
৬। সংশ্লিষ্ট নথি।

০৬/১/১৩
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
পিএসও, খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) অতিরিক্ত দায়িত্ব
ব্রি, গাজীপুর।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর

"ব্রি প্রধান কার্যালয়ের আবাসিক বাসা বরাদ্দের সংশোধিত নীতিমালা"

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ঃ** এ নীতিমালা ব্রি বাসা বরাদ্দ বিধিমালা, ২০১২ নামে অভিহিত হবে।

২। সংজ্ঞা ঃ

(ক) "বাসস্থান" বলতে ব্রি'র বাসস্থান বুঝাবে;

(খ) "সদস্য সচিব" বলতে ব্রি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য সচিবকে বুঝাবে।

(গ) "সভাপতি" বলতে ব্রি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতি বুঝাবে।

(ঘ) "বাসা বরাদ্দ কমিটি" বলতে ব্রি বোর্ড অব ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত ব্রি বাসা বরাদ্দ কমিটিকে বুঝাবে।

(ঙ) "পরিবার" বলতে ব্রি'র কোন কর্মচারির স্বামী, স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতাকে বুঝাবে এবং তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বোন ও ভাই পরিবারের অন্তর্ভূক্ত হবে।

(চ) "কর্মচারি" বলতে ব্রি অর্গানোগ্রামে বর্ণিত পদের বিপরীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে বুঝাবে।

(ছ) "বেতন" বলতে নিয়োগ/পদোন্নতি প্রাপ্ত পদের নির্ধারিত বেতন স্কেলকে বুঝাবে।

(জ) "বাসা" বলতে ব্রি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত বাসস্থান বুঝাবে।

৩। **বরাদ্দ প্রাপ্তির যোগ্যতা ঃ**

(ক) ব্রি'র সকল কর্মচারি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন।

(খ) যদি কোন কর্মচারি আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে সদর দপ্তরে বদলি হন, তাদের যোগদান পত্র গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তার বাসা বরাদ্দের আবেদন বিবেচিত হবে না।

(গ) একই টাইপের বাসা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাকুরির জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ বিবেচনা করা হবে এবং একজন কর্মচারি একই টাইপে একজন মাত্র একবারই বাসা পরিবর্তন করতে পারবেন।

৪। **বাসস্থানের শ্রেণি বিন্যাস এবং প্রাপ্তির অধিকার ঃ** জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুসারে ব্রি'র বাসস্থানের শ্রেণি বিন্যাস এবং কোন শ্রেণির কর্মচারি কোন শ্রেণির বাসা প্রাপ্তির অধিকারী তা নিম্নরূপ ঃ

বর্তমান টাইপ	প্রস্তাবিত টাইপ (নাম)	ব্রির বাসার আয়তন (বঃফঃ)	বাসার সংখ্যা	বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্যতা	
				জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯	মুল বেতন (টাকা)
এ	মহাপরিচালকের বাংলো (পদ্মা)	৩৪৭৫.৪৮	০১	মহাপরিচালক এর জন্য সংরক্ষিত	সংরক্ষিত
বি	পরিচালকের বাংলো (মেঘনা)	৩২০৬.৪৮	০১	পরিচালক এর জন্য সংরক্ষিত	সংরক্ষিত
সি-১ সি-২ সি-৩ সি-৪ সি-৭ সি-৮	* এফ (গোলাপ) এফ (শিউলি) এফ (মল্লিকা) এফ (মালতি) এফ (টগর) এফ (শাপলা)	২১৩০.৪৮	২৪	উপ-সচিব পদমর্যাদা এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত কর্মকর্তা	কমপক্ষে ২৬৭৫০-৩২২৯৯ টাকা মুল বেতন আহরণকারী ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

০৬/৭/১৬

সি-৯	এফ (করবী)				
সি-৫ সি-৬	* ই (পলাশ) ই (কদম)	২১৩০.৪৮	৮	২২২৫০-৩১২৫০ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	কমপক্ষে ২২৫০০-২৬৭৪৯ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
ডি-১ ডি-২ ডি-৩ ডি-৪ ডি-৫	ডি-১ (চান্দিনা) ডি-১ (মালা) ডি-১ (বিপ্লব) ডি-১ (আশা) ডি-১ (সুফলা)	১৬১৪.০০	৪৮	১১০০০-২০৩৭০ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	কমপক্ষে ১৩৯০০-২২৪৪৯ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
ই-৩ ই-৪ ই-৫ ই-৬	* ডি-২ (প্রগতি) ডি-২ (মুক্তা) ডি-২ (ময়না) ডি-২ (মোহিনী)	১২২৬.৬৪	৩২	৮০০০-১৬৫৪০ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত কর্মকর্তা	কমপক্ষে ৯৬০১-১৩৮৯৯ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
ই-১ ই-২ ই-৭	* সি-১ (কিরণ) সি-১ (দিশারী) সি-১ (শ্রাবণী)	১২২৬.৬৪	৩৬	৫২০০-১১২৩৫ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	কমপক্ষে ৬৮৪৩-৯৬০০ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
এফ-১ এফ-২ এফ-৩	* সি-২ (বিরই) সি-২ (বিন্নি) সি-২ (মৌলতা)	৯৬৮.৪০	৪৮	৪৭০০-৯৭৪৫ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	কমপক্ষে ৬১৮১-৬৮৪৫ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
এফ-৪ এফ-৫	* বি (বালাম) বি (পারিজাত)	৯৬৮.৪০	৪৪	৪৪০০-৮৫৮০ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত কর্মচারী	কমপক্ষে ৫৪৩১-৬১৩০ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
জি-১ জি-২	এ (খাসকানি) এ (বাংলামতি)	৬৪৫.৬০	৪৮	৪১০০-৭৭৪০ এবং তদূর্ধ্ব স্কেলভূক্ত ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	কমপক্ষে ৪৪৮০-৫৪৩০ টাকা মুল বেতন আহরণকারী
কর্মকর্তা সিঙ্গেল	মাছরাঙা	৫৯২.০০	২০	১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	অবিবাহিত অথবা এককভাবে বসবাসকারী কর্মকর্তা
কর্মচারী সিঙ্গেল	গাংচিল	৫৩৮.০০	২৪	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	অবিবাহিত অথবা এককভাবে বসবাসকারী কর্মচারী

[illegible] বাসা বরাদ্দ ঃ

(ক) কোন কর্মচারীকে তিনি যে শ্রেণির বাসা পাওয়ার অধিকারী, তা অপেক্ষা এক স্তর উচ্চতর শ্রেণির বাসস্থান বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি উক্ত শ্রেণির বাসস্থান বরাদ্দের জন্য কোন কর্মচারির আবেদন না থাকে এবং যদি তিনি ঐ শ্রেণির বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী কর্মচারি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন হার অনুযায়ী ভাড়া প্রদানে সম্মত থাকেন।

(খ) কোন কর্মচারি যে শ্রেণির বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী, তা অপেক্ষা এক স্তর নিম্ন শ্রেণির বাসস্থান তাকে বরাদ্দ করা যেতে পারে, যদি তিনি তার প্রাপ্য শ্রেণির বাসস্থান পাওয়ার দাবী লিখিতভাবে পরিত্যাগ পূর্বক নিম্নোক্ত হারে মাসিক বাড়ী ভাড়া কর্তন পূর্বক সরকারকে প্রদানের সম্মতি জ্ঞাপন করেন ঃ

(১) বেতনস্কেল ১ থেকে ১২ নং স্কেলের অন্তর্ভূক্ত হলে ভাড়ার হার বেতনের ৭.৫% অথবা জাতীয় বেতনস্কেল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে।

(২) বেতনস্কেলের ১৩ থেকে ২০ নং স্কেলের অন্তর্ভূক্ত হলে ভাড়ার হার বেতনের ৫% অথবা জাতীয় বেতনস্কেল অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে।

(গ) ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাকে "ডি-২" টাইপের নিম্ন শ্রেণির কোন বাসস্থান বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

(ঘ) বরাদ্দকৃত উচ্চতর/নিম্নতর শ্রেণির বাসার চাহিদা দেখা দিলে এবং তার প্রাপ্য শ্রেণির বাসা খালি থাকলে তাকে প্রাপ্য শ্রেণির বাসায় স্থানান্তর করা যাবে।

৬। বাসা বরাদ্দ কার্যক্রম ঃ

(ক) ব্রি'র নির্ধারিত ফরমে বাসা বরাদ্দ এবং বাসা পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে হবে। বাসার তলার হিসাব নীচতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা ইত্যাদি এভাবে লিখতে হবে।

(খ) বাসা বরাদ্দের আবেদনপত্র সরাসরি বরাদ্দ কমিটির সদস্য সচিবের নিকট জমা দেয়া যাবে অথবা ব্রি'র রিসিভ শাখায় জমা দিতে হবে।

(গ) বাসা খালি হওয়ার পর বাসার আবাসযোগ্য রিপোর্ট প্রশাসন বিভাগে আসার পর বাসা বরাদ্দ কমিটি বাসা বরাদ্দ বিবেচনা করবেন। বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য সচিবের নিকট কেয়ারটেকারকে বাসা খালির রিপোর্ট দেয়ার সময় বাসা বরাদ্দ দেয়ার উপযোগি কিনা তারও সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে।

(ঘ) বাসা বরাদ্দ কমিটির সভা প্রতি দু'মাসে (Routine wise) একবার অনুষ্ঠিত হবে। প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহবান করা যেতে পারে।

(ঙ) যে কোন সময় বাসার জন্য আবেদন করা যাবে এবং বরাদ্দ না পেলে পূর্বের আবেদন ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। বাসা বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিনটি কার্যদিবস পূর্ব পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা হবে। বরাদ্দ পত্র পাওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাসার দখল বুঝে না নিলে বাসার বরাদ্দ পত্রের কার্যকারিতা বহাল থাকবে না। এ সম্পর্কে বরাদ্দ পাওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে বাসা দখল নেয়া সম্পর্কে মতামত জানানোর নির্দেশ বরাদ্দ পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

(চ) বাসা সংক্রান্ত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের অনুলিপি বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিবকে প্রদান করতে হবে।

(ছ) কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ও মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত বাসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রশাসন বিভাগের উপর ন্যাস্ত থাকবে।

(জ) বাসা বরাদ্দের সুপারিশ গ্রহণের বা বর্জনের ক্ষমতা ব্রি কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করবেন।

(ঝ) বাসা বরাদ্দ কমিটি ছাড়া অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বাসা বরাদ্দ দিতে পারবেন না এবং মৌখিকভাবে কোন বাসা দেয়া যাবে না।

৭। তালিকা প্রণয়ন ঃ

(ক) বাসা বরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহের ভিত্তিতে বাসস্থানের শ্রেণি অনুসারে পৃথক পৃথক তালিকা নিম্নোক্ত পদ্ধতি মোতাবেক জ্যেষ্ঠত্বের ক্রমানুসারে প্রণয়ন করবেন ঃ

(১) যে টাইপের বাসার জন্য আবেদন করা হয়েছে, ৪নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ঐ টাইপের বাসা প্রাপ্তির যোগ্যতা শুধুমাত্র জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।

(২) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অনুচ্ছেদ ৭(ক) এ বর্ণিত জ্যেষ্ঠতা কঠোরভাবে অনুসরণপূর্বক বাসা বরাদ্দ করবেন।

০৫/৭/১৬

(৩) একজন মহিলা কর্মচারি পুরুষ কর্মচারির থেকে বাসা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রথমবার তিন বছরের ভূতাপেক্ষ জ্যেষ্ঠতা পাবেন।

(৪) স্বামী/স্ত্রী উভয়ে ব্রি'র চাকুরিজীবী হলে জ্যেষ্ঠ (একজন)কে বাসা বরাদ্দ দেয়া হবে।

(৫) কোন কর্মচারি পদোন্নতি পাওয়ার পর বা উচ্চ শ্রেণির বাসা প্রাধিকার হলে কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী পদের প্রাপ্য শ্রেণির বাসা পরিবর্তন করতে পারবেন না।

৮। **সংরক্ষিত বাসস্থান ঃ** গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাসা খালি থাকা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

(ক) রেসিডেন্টে ফিজিশিয়ান

(খ) প্রাইভেট সেক্রেটারী (পিএস টু ডিজি)

(গ) কেয়া টেকার

(ঘ) সিকিউরিটি সুপারভাইজার

(ঙ) হোষ্টেল ম্যানেজার

(চ) সাঁটলিপিকার/পিএ- ২ (দুইজন)

(ছ) টেলিফোন অপারেটর- কাম-রিসিপসনিষ্ট

(জ) পেশ ইমাম

(ঝ) নার্স

(ঞ) ফার্মাসিষ্ট

(ট) ইলেকট্রিশিয়ান

(ঠ) ড্রাইভার- ৩ জন (মহাপরিচালক এবং পরিচালকবৃন্দের গাড়াচালক) (ড্রাইভারদের মধ্যে প্রাপ্ত শ্রেণির ৩টি বাসা সুনির্দিষ্ট করে সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে যাতে সংরক্ষিত কোটা অতিক্রম করতে না পারে)

(ড) জেনারেটর অপারেটর

(ঢ) পাম্প অপারেটর

(ণ) মোয়াজ্জিন

(ত) সিকিউরিটি গার্ড

(থ) এমএলএসএস (মহাপরিচালক ও পরিচালকদ্বয়ের)

অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের আওতায় বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মচারীগণ অফিস সময়ের পূর্বে ও পরে আবাসিক এলাকা ও প্রয়োজনে স্ব স্ব ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য থাকবেন। এর ব্যতিক্রম হলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় উক্ত বাসা বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

৯। **সিংগেল একোমোডেশন বিল্ডিং ঃ** এই নীতিমালার ১-৮ পর্যন্ত অনুচ্ছেদগুলোতে যাই থাকুক না কেন সিংগেল একোমোডেশন বরাদ্দের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিধিমালা অনুসৃত হবে ঃ

(ক) **কর্মকর্তা সিংগেল একোমোডেশন বিল্ডিং (কর্মকর্তা/কর্মচারি) ঃ**

১। (i) সন্তানহীন দম্পতি সিংগেল একোমোডেশন বরাদ্দের বেলায় ১ম প্রাধান্য পাবেন। তবে একাধিক সন্তানহীন দম্পতির আবেদন আসলে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে সিংগেল একোমোডেশন বরাদ্দের প্রাধান্য পাবেন।

(ii) ২য় ক্যাটাগরি হিসাবে সন্তানসহ কোন কর্মচারী দম্পতি একক বাসা বরাদ্দ পেতে পারেন, যদি ১ম সন্তানের বয়স ৫ (পাঁচ) বছরের বেশী না হয়, একাধিক হলে এরূপ ক্ষেত্রেও সিনিয়রিটির ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

(iii) ৩য় ক্যাটাগরি হিসাবে অবিবাহিত কর্মচারী একক বাসা বরাদ্দ পেতে পারেন।

(iv) ১ম সন্তানের বয়স ৫ (পাঁচ) বছরের বেশী হলে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সিংগেল একামোডেশনে থাকার অধিকার হারাবেন এবং পরবর্তীতে তাকে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাসার আবেদন করতে হবে। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার সাথে সাথেই সিংগেল একোমেডেশন ছেড়ে দিতে হবে। এরূপ সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটলে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(v) সিংগেল একোমোডেশন (কর্মকর্তা) একটি প্রিভিলাইজড টাইপ বাসা হওয়ায় এসও বা সমমান পদে ৫ বৎসর অথবা এসএসও বা সমমান বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতি হলে ডি-১ বাসার জন্য আবেদন করতে হবে। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার সাথে সাথেই সিংগেল একোমোডেশন বাসা ছেড়ে দিতে হবে। এরূপ সিদ্ধান্তের ব্যত্যয় ঘটলে কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

১০। বাসস্থানের দখল গ্রহণ ঃ

(ক) বরাদ্দ আদেশ পাওয়ার দশ দিনের মধ্যে বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারী কেয়ারটেকার এর নিকট থেকে লিখিতভাবে এবং সরেজমিনে বাসার দখল বুঝে নিবেন এবং বাসার মালামাল বুঝে পাওয়ার ফর্মে স্বাক্ষর করবেন।

(খ) একবার বাসা বরাদ্দ দেয়া হলে আবেদনকারী যদি উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বাসার দখল বুঝে না নেন তবে পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে তার আর কোন আবেদন বিবেচনা করা হবে না। উপযুক্ত কারণসহ ১০ (দশ) দিনের মধ্যে বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে লিখিতভাবে জানাতে হবে। যদি বাসা বরাদ্দ সভাপতি মনে করেন তার আবেদন সঠিক, এক্ষেত্রে পরবর্তীতে তার বরাদ্দের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

১১। **বাসস্থানের দখল হস্তান্তর ঃ**

(ক) কেয়ারটেকার বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারির বাসার দখল ফর্মের একটি কপি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবেন এবং বাসা প্রত্যার্পণের তিনদিনের মধ্যে বাসা খালি হওয়ার প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

(খ) বাসার ফিক্চারস্ এন্ড ফিটিংস্ এর স্বাভাবিক নিয়মে ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া বাসস্থানের অন্য কোন ক্ষয়ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণের জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারি দায়ী থাকবেন।

১২। **বাসস্থানের বরাদ্দ বাতিলকরণ ঃ** বাসস্থানের বরাদ্দ হস্তান্তরযোগ্য নয়। যদি কোন কর্মচারি বা তার পরিবার বরাদ্দকৃত বাসায় বসবাস না করেন, তাহলে উক্ত বাসস্থানের বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

১৩। **সাবলেটিং, ইত্যাদি ঃ**

(ক) বরাদ্দকৃত বাসস্থান সাবলেট দিতে পারবেন না এবং তা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) বরাদ্দ প্রাপ্ত কর্মচারি বাসস্থান সাবলেট দিয়েছেন, এটা প্রমাণিত হলে, বাসা বরাদ্দ বাতিলসহ ব্রি কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্মচারির বিরুদ্ধে কর্মচারি আচরণ বিধিমালার আওতায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(গ) সাবলেটিং এর অপরাধে অপরাধী কর্মচারি বাসা প্রত্যার্পনের তারিখ থেকে পরবর্তী দু'বছর পর্যন্ত বাসস্থান বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।

১৪। **বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারির মৃত্যুর পরও বরাদ্দ বহাল থাকা ঃ**

(ক) বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুতে স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যুর ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর মৃত কর্মচারির স্বামী/স্ত্রী বাসার দখল প্রত্যার্পণ করবেন। মৃত কর্মচারির যদি কোন সন্তান থাকে এবং তাদের নিজস্ব কোন বাসস্থান না থাকে এবং তাদের পর্যাপ্ত আয়ের উৎস না থাকে, তাহলে আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানের বাসার পর্যাপ্ততা বিবেচনা করে মৃত্যুর তারিখ থেকে স্বাভাবিক হারে ভাড়া সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত বাসা দখলে রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন।

(খ) চাকুরি থেকে অপসারণ, চাকুরিচ্যুতি, চুক্তি ভিত্তিক চাকুরির চুক্তি বাতিলের, পদত্যাগ, বদলি, বিদেশে চাকুরির জন্য প্রেষণে যাওয়া অথবা অবসর গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে বাসস্থানের দখল প্রত্যার্পন করতে হবে।

(গ) অনুচ্ছেদ ১৫ (খ) তে যাই থাকুক না কেন, বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারির অপসারণ, চাকুরিচ্যুতি, পদত্যাগ, অবসর গ্রহণ (পিআরএল শেষ হওয়ার পর) বা বদলির ক্ষেত্রে যদি উক্ত কর্মচারির সন্তানদের লেখাপড়ার কারণে বরাদ্দ বহাল রাখা একান্ত আবশ্যকীয় হয়, তাহলে উক্ত বরাদ্দ স্বাভাবিক হারে ভাড়া প্রদান স্বাপেক্ষে ছয় মাস পর্যন্ত বহাল রাখা যাবে।

(ঘ) অপসারণকৃত, চাকুরিচ্যুত বা বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারি যথাযথ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক আপীল দায়ের করলে, উক্ত আপীল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা ছয় মাস, যা আগে আসে উক্ত সময় পর্যন্ত স্বাভাবিক হারে ভাড়া প্রদানের ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখার অনুমতি প্রদান করা যাবে।

(ঙ) বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারি প্রশিক্ষণের জন্য কর্মস্থল ত্যাগ করলে ব্রি কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে স্বাভাবিক হারে ভাড়া প্রদানের ভিত্তিতে কর্মচারীর পরিবারের বাসায় বসবাস করতে পারবেন।

(চ) কোন সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় বদলি হলে/চাকুরীতে যোগদান করলে, আবেদন করে অনূর্দ্ধ ২ (দুই) মাস বাসস্থান দখলে রাখার অনুমতি দেয়া যাবে।

(ছ) লিয়েনে থাকাকালীন সময়ে একজন কর্মচারী তার পরিবারের বসবাসের নিমিত্তে আবাসিক বাসা রাখতে চাইলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে ৬ (ছয়) মাস বাসা রাখতে পারবেন। মহাপরিচালকের বিশেষ অনুমোদনক্রমে এর মেয়াদ আরও ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করা যেতে পারে অর্থাৎ সর্বমোট এক বৎসর পর্যন্ত তিনি আবাসিক বাসা দখলে রাখতে পারবেন। বরাদ্দকৃত বাসায় তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়ে অবশ্যই বসবাস করতে হবে। তাঁদের বেলায় লিয়েনের নিম্নলিখিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

(i) লিয়েনে থাকাকালীন কর্মচারীর পক্ষে কে ভাড়া পরিশোধ করবে (নিজে অথবা মনোনীত প্রতিনিধি) তা কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। তাঁকে অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে নিয়মিত বাসা ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। ব্রি হতে রিলিজ অর্ডার পাওয়ার দিন যদি তিনি বাসায় বসবাস না করতেন তবে যত টাকা বাড়ী ভাড়া পেতেন এবং যদি তিনি ব্রি'র বাসায় বসবাস করতেন তবে যত টাকা ভাড়া বাবদ তাঁর মুল বেতন হতে কেটে নেয়া হতো তা যোগ করে যত টাকা হবে প্রতিমাসে তাকে তত টাকা দিতে হবে।

(ii) তাকে অথবা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে নিয়মিত বাসা ভাড়া, বৈদ্যুতিক বিল ও গ্যাস বিল পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে অবশ্যই ব্রি হিসাব শাখায় পরিশোধ করতে হবে। যদি কেউ নিয়মিতভাবে উপরোক্ত পাওনা পরিশোধ না করে, তবে তার বাসা বরাদ্দ বাতিল করা হবে।

(iii) লিয়েনে যাওয়ার প্রাক্কালে ব্রি'র কোন কর্মচারীর নামে বাসা বরাদ্দ থকলে এবং লিয়েনে থাকাকালীন সময়ের জন্য উক্ত বাসা তার পরিবারের বসবাসের জন্য নিজ দখলে রাখতে চাইলে অবশ্যই অফিস হতে অব্যাহতি নেয়ার পূর্বেই বাসার যাবতীয় শর্ত সম্বলিত অংগীকারণামারয় তাকে স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় তার অব্যাহতি পত্র বিবেচনা করা হবে না। তিনি অত্র অনুচ্ছেদে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে বাসা না ছাড়লে তাবিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(iv) কোন কর্মচারী লিয়েন হতে ফিরে এসে ব্রি-তে কাজে যোগদানের পূর্বে তার নিকট প্রাপ্য সকল বকেয়া পাওনা (আবাসিক বাসায় অবস্থান সম্বলিত) পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় কর্তপক্ষ প্রভিডেন্ট ফান্ড/বেতন হতে তর বকেয়া বাড়ী ভাড়ার পাওনা টাকা কেটে নিবেন।

(জ) (i) কোন কর্মচারীকে সদর দপ্তর হতে আঞ্চলিক কার্যালয়ে/আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সদয় দপ্তরে বদলী করা হলে তার স্ত্রী/ছেলে মেয়ে সদর দপ্তর/আঞ্চলিক কার্যালয়ের বাসায় বসবাস করতে চাইলে তিনি ৬ (ছয়) মাস তার নামে বরাদ্দকৃত বাসাটি তার দখলে রাখতে পারবেন। কোন কর্মচারীর ছেলেমেয়ের পড়াশুনার কারনে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আরও ৬ (ছয়) মাস বিশেষ বিবেচনায় (অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর) বাসা রাখতে পারবেন। কোন কর্মচরী এই সময়ের পরও বাসা দখলে রাখলে এহেন অসদাচরণের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ii) যখন একজন কর্মচারিকে আঞ্চলিক কার্যালয় হতে সদর দপ্তরে বদলি করা হয় এবং বদলিকৃত কর্মস্থলে কর্মচারির প্রাপ্য শ্রেণির বাসস্থান না থাকে তখন তিনি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে স্বাভাবিক হারে ভাড়া প্রদান সাপেক্ষে তার নামে বরাদ্দকৃত পূর্বের কর্মস্থলের বাসস্থান নিজ দখলে রাখতে পারবেন, যদি ঐ শ্রেণির প্রার্থীদের বাসার অন্য কোন আবেদন না থাকে।

১৫। উপদ্রবের কারণে বরাদ্দ বাতিল ঃ

(ক) ব্রি আবাসিক এলাকায় বসবাসরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারি অথবা তাদের পরিবারের কোন সদস্য আবাসিক এলাকায় অথবা তার বাইরে কোথাও কোনরূপ আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থী/অসামাজিক কাজে জড়িত হলে অথবা ব্রি'র কোন বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা অথবা কর্মচারির সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করলে, যিনি/যার পরিবারের সদস্য এরূপ আচরণ করবেন, কর্তৃপক্ষ তার নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিল করতে পারবেন এবং তার বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং তার পরিবারের সদস্যগণ উপদ্রব সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবেন। যদি উক্ত কর্মচারি বা তার পরিবারের কোন সদস্যের বা তার সাথে বসবাসকারী অন্য কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ

উপদ্রবের বা সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে ব্রি কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ বাতিল করতে বা তাকে অন্য কোন বাসস্থানে স্থানান্তর করতে পারবেন।

(গ) বরাদ্দকৃত বাসায় হাঁস, মুরগি, কবুতর, পাখি, কুকুর, বিড়াল, গরু, ছাগল ইত্যাদি কোনক্রমেই পালন করতে পারবেন না।

১৬। **কর্মচারির নিজস্ব বাড়ি ঃ** যে সকল কর্মচারির নিজ নামে অথবা তার উপর নির্ভরশীল কারো নামে এক বা একাধিক বাড়ি আছে তার ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক সময় সময় বাসস্থান বরাদ্দ সম্পর্কে জারিকৃত আদেশ অনুসৃত হবে।

১৭। অননুমোদিত দখল ঃ

(ক) কোন কর্মচারি অননুমোদিত ভাবে কোন বাসস্থান দখল করলে বা অননুমোদিতভাবে কোন বাসস্থান দখলে রাখলে তার বিরুদ্ধে কর্মচারি আচরণ বিধিমালা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।

(খ) অননুমোদিত দখলের বিষয়ে ব্রি কর্তৃপক্ষ অননুমোদিত দখলকারীকে উচ্ছেদের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এ উচ্ছেদ কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।

(i) কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসস্থানের পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করবেন।

(ii) অননুমোদিত দখলকারীর বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ 'অসদাচরণের' অভিযোগে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) অননুমোদিত দখলের জন্য এ বিধি মোতাবেক প্রদত্ত শাস্তি ছাড়াও তিনি ভবিষ্যতে যেকোন বাসস্থান বরাদ্দ প্রাপ্তির যোগ্যতা হারাবেন।

১৮। **ভাড়া ঃ**

(ক) ভাড়ামুক্ত (রেন্ট ফ্রি) বাসস্থান পাওয়ার যোগ্য না হলে নিম্নোক্ত হারে বাসা ভাড়া প্রদান করতে হবে ঃ

(i) বেতন স্কেলের ১ থেকে ১২ নম্বর স্কেলের অন্তর্ভূক্ত কর্মচারিগণের বাসা ভাড়ার হার হবে বেতনের ৭.৫% বা সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্ধারিত হারে।

(ii) বেতন স্কেলের ১৩ থেকে ২০ নম্বর স্কেলের অন্তর্ভূক্ত কর্মচারিগণের বাসা ভাড়ার হার বেতনের ৫%; বা সরকার কর্তৃক জারিকৃত নির্ধারিত হারে।

১৯। **না দাবী সার্টিফিকেট ঃ** বাসা বরাদ্দ প্রাপ্ত কোন কর্মচারি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করলে অথবা চাকুরিচ্যুত হলে/পদত্যাগ করলে/মৃত্যুবরণ করলে ঐ ব্যক্তির সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে "তার নিকট কোন পাওনা নাই মর্মে না দাবী সার্টিফিকেট" প্রদান করতে হবে।

২০। **ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহে বাসা বরাদ্দ ঃ** আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের কর্মচারিদের মধ্যে বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে এ উদ্দেশ্যে গঠিত বাসা বরাদ্দ কমিটিকে এ বিধিমালা অনুসরণ করতে হবে। কোন বিষয়ের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে, উক্ত ব্যাখ্যা ব্রি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে।

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
পিএসও, খামার ব্যবস্থাপনা বিভাগ
এবং
উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) অতিরিক্ত দায়িত্ব